বাংলাদেশ প্রবাসী উন্নয়ন সমিতি
EXPATRIATES DEVELOPMENT SOCIETY OF BANGLADESH
(প্রবাসীদের জীবন যাপনের মান উন্নয়ন ও সহযোগিতাই আমাদের লক্ষ্য)

সুত্র নং. **EDSB/ MEWOE/2016-1**

তারিখ : ১৭ জানুয়ারী ২০১৬

মন্ত্রীর একান্ত সচিব
প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়

বরাবর,

মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়
প্রবাসী কল্যান ও বৈদেশিক কর্ম সংস্থান মন্ত্রনালয়
গনপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
প্রবাসী কল্যান ভবন, ইসকাটন রোড, ঢাকা, বাংলাদেশ

বিষয় : ইতালীর শ্রমবাজার পুনরায় উন্মুক্ত করনে ইতালী ও বাংলাদেশ সরকারের মধ্যে দ্বিপাক্ষিক ইমিগ্রেশন সহযোগীতা চুক্তি প্রসঙ্গে।

মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়,

ইতালী প্রবাসীদের সালাম গ্রহন করুন। যথাযথ সম্মানপূর্বক নিবেদন এই যে, **২০০৩ সাল হতে ইতালী ও বাংলাদেশ সরকারের মধ্যে উভয় দেশের নাগরিকদের সামাজিক অধিকার (Civil right), কাজের অধিকার (Work right), ইমিগ্রেশন অধিকার (Immigration right) সংক্রান্ত একটি দ্বিপাক্ষিক সহযোগীতার চুক্তি স্বাক্ষরের** বিষয়টি থেমে আছে। এর প্রতিক্রিয়া স্বরুপ ২০১২ সাল হতে :

- ২০০৩ সাল হতে ২০১১ সাল পর্যন্ত সুবিধা পাবার পরে ২০১২ সাল হতে ইতালীর শ্রমবাজারে বাংলাদেশী নাগরিকদের প্রবেশের অধিকার হারিয়েছে।
- ইতালীয় কাজের মাইগ্রেশন সিসটেমে বাংলাদেশ সরকারের কতৃত্ব না থাকা।
- ইতালীতে বসবাসরত দুই লাখ বাংলাদেশী নাগরিকের চলমান জীবনাযাত্রা নানান সমস্যার জর্জরিত।
- ইমিগ্রান্ট বাংলাদেশে নাগরিকরা ও তাদের পরিবার ইতালীয় দূতাবাসের বৈসম্যমুলক আচরনের শিকার।

যা মুলত ইতালী বাংলাদেশের জনগনের স্বার্থ রক্ষার্থে ও প্রবাসীদের জীবন যাপনের মান উন্নয়নে বর্তমান প্রধান সমস্যাগুলি ও সমাধানের জন্য করনীয় প্রস্তাবনা আপনার সদয় অবগতির জন্য সংক্ষেপে তুলে ধরার চেষ্টা করছি।

ইতালীতে বাংলাদেশীদের মাইগ্রেশন :

ইতালীতে মুলত বাংলাদেশী নাগরিকদের উপস্থিতি ও অবস্থান আসির দশক হতে। বিভিন্ন দেশে পার হয়ে এক-দুই করে বাংলাদেশীদের গোড়া পত্তন হয় ১৯৮০-৮১ সালে। পরবর্তিতে ১৯৮৭ সালে ইতালী সরকার প্রথমবারের মত অবৈধ বিদেশী নাগরিকদের বৈধতা প্রদান করলে তৎকালীন ইউরোপীয় অন্যন্ন দেশ অবস্থানকারী বেশ কিছু সংখ্যক বাংলাদেশী নাগরিক ইতালীতে সোজর্ন তথা কাজের জন্য বসবাস করার অনুমতি পায়। ১৯৮৭ সলে সর্বসাকুল্য জনসংখ্যা দাড়ায় কমবেশী ৫৫০ জনের মত। ১৯৯০ সালে ফেব্রুয়ারীতে ইতালীতে দ্বিতীয় লিগালাইজেশনের ঘোষনা হয় । সমসামীয়ক ইউরোপীয় অন্যান্ন দেশের তুলনা সহজ পদ্ধতি স্থায়ী ভাবে থাকা যায় ১৯৮৭ সালে বৈধদের কাছ থেকে এই তথ্যর ভিত্তিতে ও তাদের সহযোগীতার সারা ইউরোপের বিভিন্ন দেশে ব্যাপক আলোড়ন সৃস্টি হয় এবং পার্শবর্তী দেশ যেমন ফ্রান্স, সইজারল্যান্ড, অস্ট্রিয়া, জার্মান, হল্যান্ড, বেলজিয়ামে অবস্থানরত বাংলাদেশীদের একটি বড় অংশ ইতালী মাইগ্রেশন করে মোট **৩,৮৬১ জন থাকার অনুমতি লাভ করে । ১৯৯১ সালে মোট ৫.৩৫০ জনের কমুনিটি তৈরী হয়**। পরবর্তিতে ইতালীতে বৈধ করনে (লিগালাইজেশন) প্রক্রিয়াতে ১৯৯৫ সালে ৬,১৬২ জন, ১৯৯৮

Receivo

সালে ৬.৬৮৯ জন ও ২০০২ সালে ১০,৮৮৭ জন বৈধতা পেয়ে ও অল্প কিছু পারিবারিক মিলনের মাধ্যমে ২০০১/২ সালে মোট জন সংখ্যা দাড়ায় প্রায় ৩০.০০০ জন ।

২০০১ সালে ইতালী ও বাংলাদেশের দ্বিপাক্ষিক চুক্তির প্রস্তাবনা কোটাভুক্তি:

১৯৯৮ সালে ইমিগ্রেশন আইন নং ৪০ ও ২৮৬ এর ১/২/৩ নং ধারায় ইতালীতে বিদেশী রাস্ট্রের সাথে ইমিগ্রেশন সংক্রান্ত সহযোগীতার নীতিমালা স্থাপিত করেছে ও ১৯/২০/২১/২২/২৩/২৪/৪৪ নং ধারা স্থায়ী কাজ, সিজনাল কাজ, আত্মনির্ভরশীল কাজ / সেল্ফ এমপ্লমেন্ট, কারিগরী প্রশিক্ষন বা ভকেশনালা ট্রেনিং, শিক্ষানবিশ, লেখাপড়া করতে ইতালীতে বিদেশী কর্মীদের মাইগ্রেশনের নীতিমালা সংযোযিত হয়েছে। উক্ত বিষয়ে ১৯৯৯-২০০২ সালে **ইতাল বাংলা সমন্বয় ও উন্নয়ন সমিতির পক্ষ হতে** বিভিন্ন চিঠিপত্র, সুপারিশ, তথ্য উপাত্ত, পরামর্শ দিয়ে বাংলাদেশ সরকারের দৃস্টি আকর্ষন করা চেষ্টা করা হয়। যার প্রেক্ষিতে বাংলাদেশ সরকারের কুটনৈতিক ততপরতার শুরু হয়। তখন যে বিষয়টির আলোকে ইতালী সরকারের সাথে বাংলাদেশ সরকারের আলোচন হয় তার মুল বিষয় ছিল অবৈধ বাংলাদেশী নাগরিকদের ফেরত গ্রহন করার শর্তে কাজের বাজারে বাংলাদেশের শ্রমিকের অন্তর্ভুক্তি করন।

এ বিষয়ে বিস্তারিত তথ্য সংযুক্ত ১ নং ফাইলটি দেখুন।

২০০১ সাল হতে ২০১৫ সাল পর্যন্ত ইতালীতে শ্রমবাজারে বাংলাদেশের কোটা :

২০০১ সালে ইতালী সরকারের সাথে দ্বিপাক্ষিক সহযোগীতার চুক্তি সম্পাদনের লক্ষ্যে কুটনৈতিক ততপরতার শুরু হলে বাংলাদেশ ইতালীর ইমিগ্রেশন কোটার আওতাভুক্ত হয় ২০০৩ সালে। বাংলাদেধের সাথে ইতালীর কুটনৈতিক তৎপরতায় চুক্তি বিষয়ে নেগোসিয়েশন চলাকালিন চুক্তিটি করা হলে যে সুবিধা পাওয়া যাবে তার গ্যারান্টি কি সেই প্রশ্নের সুবাদে ২০০৩ সালে ইতালী সরকার তাদের শ্রমিক আমদানীর নীতির কোটা সিসটেম বাংলাদেশকে আওতা ভুক্ত করেেএবং ঐ বছর ৩০০ শ্রমিকের স্পেশাল কোটা প্রদান করে। পরবর্তী বছরগুলিতে চুক্তি সম্পাদন ছাড়াই দীর্ঘ ৯ বছর অব্যহত থাকে। ইতালী সরকারের আন্তরিকতার নিদর্শন স্বরুপ প্রতি বছর বাংলাদেশের নাগরিকের জন্য শ্রমবাজারে প্রবেশের যে কোটা প্রদান করে তা নীম্ন রুপ :

সাল	মোট কোটা	বাংলাদেশের জন্য	সিজনাল মোট	বাংলাদেশের জন	ইতালীর বেকারত্ব
২০০১	৫০.০০০	-		-	৯,১%
২০০২	৫৬.০০০	-		-	৮,৬%
২০০৩	৭৯.৫০০	৩০০	২৫০০০	-	৮,৪%
২০০৪	৭৯.৫০০	১.৫০০	২৫.০০০	-	৮.০%
২০০৫	৭৯.৫০০	১৭০০	২৫০০০	-	৭,৩%
২০০৬	১৭০.০০০	৩০০০	৮০.০০০	ফ্রি কোটা	৬,৮%
২০০৭	১৭০.০০০	৩০০০	৮০.০০০	ফ্রি কোটা	৬,১%
২০০৮	১৭০.০০০	৩০০০	৮০.০০০	ফ্রি কোটা	৬,৭%
২০০৯	১৭০.০০০	৩০০০	৮০.০০০	ফ্রি কোটা	৭,৭%
২০১০	৯৮.০৯৮	২৪০০	৮০.০০০	ফ্রি কোটা	৮,৪%
২০১১	৯৮.০৯৮	২৪০০	৮০.০০০	ফ্রি কোটা	৮,৪%
২০১২	১৩.৮৫০	স্থগিত	৩৯.০০০	ফ্রি কোটা	১০,৭%
২০১৩	১৭.৮৫০	স্থগিত	৩০.০০০	স্থগিত	১২,১%
২০১৪	১৫.০০০	স্থগিত	১৫০০০	স্থগিত	১২,৭%
১০১৫	১৮০০০	স্থগিত	১৩.০০০	স্থগিত	১১,৩%

কোটার আওতায় ৯ বছরে এক লাখ বাংলাদেশী কাজের অভিবাসন লাভ :

ইতাল বাংলা সমিতির সুপারিশমালার ভিত্তিতে বাংলাদেশ সরকারের প্রবাসী কল্যান ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রনালয়ের সময়েচিত বিভিন্ন পদক্ষেপের কারনে ২০০৩ সালে ইতালীর শ্রমবাজারের কোটা ভুক্ত হবার ফলে ৩০ হাজারের জনগোষ্টি ২০১৪ সালে ইতালীতে স্থায়ী ভাবে বসবারত বাংলাদেশী সংখ্যা দাড়ায় **১২৪.৮৬১** জন। যার ৭১.৬% পুরুষ এবং ২৮.৪% মহিলা। এর সাথে যুক্ত অপ্রাপ্ত বয়সের ছেলে-মেয়ে যাদের বয়স ১৮ বছরের নীচে, সেই **সংখ্যা ২৯.৩৩৮ জন** ।

ইতালীতে দুই লাখ বাংলাদেশী ৫০০ মিলিয়ন ডলার রেমিটেন্স :

২০১৪ সালে ইতালী স্বারস্ট্র মন্ত্রনালয়ের তথ্য মোতাবেক মোট জনসংখ্যা ১৫৪.১৯৯। এই সংখ্যার সাথে আরো যুক্ত বাংলাদেশী নাগরিক যারা ইতিমধ্যে ইতালীয় নাগরিকত্ব গ্রহন করছে, যে সংখ্যা প্রায় ৪০.০০০। ২০১৫ সালে ইতালীতে বাংলাদেশী মাইগ্রান্ট নাগরিকের সংখ্য সর্বসাকুল্য **প্রায় দুই লাখ এর অধিক।** ইতালী হতে বাংলাদেশের প্রেরিত রেমিটেন্স অবদান ৫০০ মিলিয়ন ডলারের অধিক ।

২০১২ সাল হতে বাংলাদেশী শ্রমিক প্রবেশের কোটা স্থগিত :

২০১১ সালে ইতালী সরকার বেশ কিছু বাংলাদেশী নাগরিক যাদের ভিসার মেয়াদ উত্তির্ন অবস্থায় ইতালীতে অবস্থান করছিল তাদের বাংলাদেশে ফেরত পাঠতে চেষ্টা করে। কিন্ত বাংলাদেশ সরকারের সহযোগীতা না পাবার ফলে তারা বুঝতে পারে যে বাংলাদেশের সাথে তাদের আদৌ কোন চুক্তি নেই, বিধায় বাংলাদেশে ইতালী মাইগ্রেশন সিসটেমে যে সুবিধা ভোগ করে আসছে সেটা প্রাপ্য নয়। ফলে ২০১২ সাল হতে ইতালী সরকার বিদেশী শ্রমিক আমদানী নীতির কোটায় বাংলাদেশী নাগরিকদের সুবিধা প্রদান স্থগিত করে। সেই থেকে ২০১২-২০১৩-২০১৪-২০১৫ গত চার বছর ইতালীর শ্রম ভিত্তিক মাইগ্রেশনের সকল প্রক্রিয়ায় বাংলাদেশের নাগরিকদের অধিকার স্থগিত আছে। ইন্ডিয়া, পাকিস্তান শ্রীলঙ্কা, নেপালের মত দেশের নাগরিকদের জন্য কোটা উন্মুক্ত থাকলেও বাংলাদেশের কোটা বন্ধ রয়েছে। **বর্তমানে ইতালীতে স্থায়ী ভাবে অবস্থানকারী নাগরিকের ফ্যামিলী রি-ইউনিফিকেশন ছাড়া আর কোন ভিসা ক্যাটাগরীতে বাংলাদেশীদের একসেস দেয়া হচ্ছে না।**

ভিসা প্রদানে গরিমসি ও হয়রানী :

ইতালীতে স্কিল্ড ও সেমি স্কিল্ড ট্রেনিং, ভকেশনাল ট্রেনিং, স্টুডেন্ট ইত্যাদি শিক্ষা ও প্রশিক্ষন মুলক কিছু সরকারী অনুমোদন পাওয়া পরে ২০১২-২০১৩-২০১৪ সালে কিছু ভিসা প্রদান করে কিন্তু ২০১৫ সাল হতে **ইতালী দূতবাস আইন পরিপন্থি প্রক্রিয়ায় ইচ্ছাকৃত ভাবে ভিসা আবেদন জমা নেয়া ও ভিসা প্রদান স্থগিত রেখেছে।** বর্তমানে ভিসা প্রদানে ঢাকায় ইতালীয়ান দূতাবাস শিতল ও বৈরী অবস্থন গ্রহন করেছে। ফলে ইতালী অভিবাসন প্রত্যাসী বাংলাদেশীরা ইতালীয়ান দূতাবাসের দ্বারা বিভিন্ন **আইন পরিপন্থি** ভাবে হয়রানীর ও দুর্ভোগের শিকার হচ্ছে।

ইতালীর অর্থনীতি জিডিপি ২.১৪৯ ট্রিলিয়ন ডলার :

২০১৫ সালে ইতালীর জন সংখ্যা ৫৫.৮১ মিলিয়ন। **২০০০ সালে ছিল ৫৬,৯৪ মিলিয়ন, ২০১০ সালে ৫৯,২৮ মিলিয়ন। ২০১৩ সালে জিডিপি ছিল ২১৪৯ টিলিয়ন ডলার** এবং **মাথাপিছু আয় ৩৫,৯২৫ ডলার।** ইউরোপীয় শিল্প উন্নত দেশের তালিকায় ইতালী চতুর্থ। **ইতালীতে গত ১০ বছরে অন্তত ৫০ লাখ বিদেশী নাগরীক ইতালীতে মাইগ্রেশন করে আসার পরেও তাদের জনসংখ্যা নীম্ন দিকে।** জনসংখ্যার দিক থেকে ইতালীর জন্ম ও মৃত্যর হার (–) ৬% হওয়াতে ইতালীর শ্রমবাজারে চাহিদার ভারসাম্য রক্ষ্যর্থে বিদেশী কর্মীর দ্বারা শুন্যস্থান পুরনের কোন বিকল্প নেই।

১৯৯০ সালে ইতালীর বেকারত্ব ছিল ৬,৮%, ১৯৯৭ সালে বেড়ে দাড়ায় ১২%, আবার **২০০৭** সালে বেকরত্ব হার কমে ৬,২% দাড়ায়। বিশ্ব উন্মুক্ত বানিজ্য (Free Trade) শুরু হওয়ার কারনে চীন, ভারত, বাংলাদেশের মত উন্নয়নশীল দেশের অল্প মুজুরিতে উৎপাদিত পন্য ইতালী ও ইউরোপীয় বাজার দখল হয়ে যাবার প্রেক্ষিতে পার্শপ্রতিক্রিয়া স্বরপ ইতালীতে অন্তত **তিন লাখ শ্রমিক নির্ভর শিল্প প্রতিষ্ঠান** বিশেষ করে **গার্মেন্টস ও চামড়া** শিল্প **পন্য** যা বিশ্বে ইতালীয়ান ব্রান্ড হিসাবে সুপরিচিত তা বাজারের অসম প্রতিযোগীতায় টিকতে না পেরে একের পর এক শিল্প প্রতিষ্ঠান বন্ধ হয়ে যায়। যার মারাত্বক প্রভাব পড়ে শ্রম বাজারে। এর সাথে যুক্ত হয় ২০০৮-২০১৪ সাল পর্জন্ত বিশ্ব অর্থনৈতিক মন্দা। যে কারনে ইতালীর অর্থনৈতিক ভাবে যথেস্ট স্থবির হয়ে পড়ে। বেকারত্বর হার বেড়ে ১২% এর কোটা অতিক্রম করে যায়। **এক্ষেত্রে উল্লেখ্য যে বিশ্ব মন্দার সময় ২০১৩ সালের ইতালীর বার্ষিক রফতানী ছিল ৪৭৪ বিলিয়ন ডলার।**

ইতালী সরকারের কর্মসংস্থান নীতি ও বর্তমান শ্রমবাজার :

ইতালী প্রথম বিশ্বের একটি ধনী রাস্ট্র। অর্থনৈতিক মন্দা কাটিয়ে এখন অর্থনীতিকে চাঙ্গা করতে ইতালী সরকারের বিভিন্ন শিল্প প্রতিষ্টান সমূহের উৎপাদন বৃদ্ধি করতে কর্মসংস্থানের প্রনোদানমুলক বিনিয়েগের নীতি অনুসরন করছে সেই কারনে কর্মসংস্থান বাড়তে শুরু করেছে। ফলে ২০১৪-২০১৫ সালে ১২% থেকে ১১,৩% নীচে নেমে এসেছে। ২০১৬ সালে অন্তত ৬ লাখ কর্ম সংস্থানের আশাবাদ ব্যক্ত করেছে ইতালী শীর্ষ শিল্পপতিদের সংগঠন CONFINDUSTRIA। আশা করা যায় ২০১৬-২০১৭ মধ্যে তা বেকারত্বর হার ৭-৮% নীচে নেমে আসবে ও ব্যাপক কর্মসংস্থান হবে। উল্ল্যেখ্য যে ১৯৯৯ সালে ইতালীর বেকারত্ব ১১,৫ % ছিল যা **২০০৭ সালে নেমে ছিল ৬,২%। ইতালীর অর্থনীতিকে চাঙ্গা করতে হলে উৎপাদন বাড়াতে হবে আর উৎপাদন বাড়াতে হলে শ্রমিক প্রয়োজন।** ইতালীর সরকারের অর্থনৈতিক ভবিষ্যত পরিকল্পনা দিকে লক্ষ্য করলে সহজেই ইতালীর শ্রমবাজারে চাহিদা বোঝা যায়। আমরা মনে করি ইতালীর শ্রমবাজারে প্রবেশ করার এখনই সময়।

ইতালীতে দক্ষ – অদক্ষ ও উচ্চশিক্ষিত কর্মীর কাজের সুযোগ :

- উচ্চ প্রযুক্তি তথা হাই টেকনোলজির দেশ ইতালীতে রয়েছে আইটি (Information tecnology) খাতে কর্মের সুবিশাল ক্ষেত্র। ইতালী বছরে অন্তত **দুই লাখ আইটি অপারেটর প্রয়োজন। আর ইউরোপীয় ইউনিয়নে অন্তত ২০ লাখ অপারেটর প্রয়োজন।**
- ইতালী সরকার **প্রতিবছর ৫০.০০০ ছাত্র-ছাত্রীদের** বিশ্ববিদ্যালয়ে উচ্চ শিক্ষার জন্য ভিসা প্রদান করে। (উল্লেখ্য যে বিদেশী ছাত্রছাত্রীদের আকৃস্ট করে লেখাপড়ার শেষে থেকে যাবার সুযোগ করে দিতে ইতালী ও ইউরোপে উচ্চশিক্ষিত বিদেশী নাগরিক আকৃস্ট করতে **TALENT HUNTING PROGRAM** এর আওতায় **BLU CARD** নামে গ্রীন কার্ড এর অদলে স্থায়ী ভাবে বসবাসের অনুমতি প্রদানের আইনী ব্যবস্থা গ্রহন করা হয়েছে। মাস্টার্স ডিগ্রি বা সমপয্যয়ে উত্তির্ন সকল শিক্ষার্থিরা এই সুযোগ গ্রহন করতে পারে)।
- ২০১৪-১৬ তিন বছরের জন্য ইতালী সরকার দক্ষ ও আধা দক্ষ **(SKILKED WORKER)** কর্মী নেবার জন্য মন্ত্রনালয় ১৫০০০ কোটা ঘোষনা করেছে।
- কনসস্ট্রাকশন ও টুরিজম শিল্পে ইতালীতে বিশাল কর্মী শুন্যতা রয়েছে।
- হাউজ হোল্ড ডোমেস্টিক কাজের জন্য মহিলাদের কর্মীদের কাজের সুযোগ রয়েছে।
- কৃষি কাজে দক্ষ ও অদক্ষ সিজনাল শ্রমিকের বিশাল শুন্যতা রয়েছে।

ইতালী প্রবাসীরা পেনশন ও সোসাল বেনিফিট বা ভাতা হতে বঞ্চিত:

ইতালীতে যাহার কাজ করেন তাদের চিকিৎসা, মেডিক্যাল, বেকার ভাতা ও পেনশনের পুর্ন অধিকার রয়েছে। বিগত দিনে অনেকেই ইতালীর অর্থনৈতিক মন্দার কারনে দেশে ফিরে বসবাস করছেন। অথচ ইতালীতে যারা ১০/২০ বছর কাজ করেছেন তাদের কাজের বিভিন্ন বেনিফট রয়েছে যা তারা বাংলাদশে বসে পাচ্ছেন না। **ইতালী সরকারের সাথে বাংলাদেশ সরকারের দ্বিপাক্ষিক সহযোগীতা চুক্তির মাধ্যম সকল ইতালী প্রবাসী বাংলাদেশী নাগরিকদের প্রাপ্য সুবিধা ও তার পরিবারের প্রাপ্য অধিকার প্রাপ্তি নিশ্চত করা সম্ভব।**

ইতালী প্রবাসী মৃত ব্যাক্তি ইতালী ও বাংলাদেশের সরকারী সহায়তা হতে বঞ্চিত :

- ইতালীতে মাইগ্রান্ট নাগরিক **সেই দেশে সামাজিক বেনিফিট পায়** কিন্ত মৃত বাংলাদেশী নাগরিককের সেই সুবিধাগুলি হতে বঞ্চিত হচ্ছে এমনকি তাদের পরিবার ইতালীর সামাজিক বেনিফিট ও কাজের দুর্ঘটনা সংক্রান্ত বেনিফিট সমূহ তার পরিবার পায় না।
- বিমান বাংলাদেশের রোম-ঢাকা ফ্লাইট বন্ধ হবার পর হতে বিমানে ফ্রি লাশ বহনের সুবিধা হতে বঞ্চিত।
- রোমে বাংলাদেশ দূতাবাস শুধুমাত্র লাশ বহনের ক্লিয়ারেন্স প্রদান ছাড়া আর কোন দায়ীত্ব পালন করে না।
- ইতালীতে কোন বাংলাদেশী মৃত্যুবরন করলে তার লাশ দেশে প্রেরন করতে হয় প্রবাসীদের কাছ থেকে দান সংগ্রহ করে কফিন, বিমান ভাড়া, প্রসেসিং এর খরচ মিটাতে হয়।
- ইতালী প্রবাসীর লাশ ঢাকা আসার পরে লাশের দাফন কাফনের জন্য এয়াপোর্টে প্রবাসীর পরিবারকে সরকারের প্রদেয় সহায়তা পায় না।
- ইতালী প্রবাসীর পরিবারের সদস্যর ক্ষতিপুরন বাবদ সরকারের কল্যান তহবীল হতে দেয় ৩ লাখ টাকার অনুদান ইতালী প্রবাসীর পরিবার পায় না।

ইতালী সরকারের সাথে বাংলাদেশ সরকারের দ্বিপাক্ষিক সহযোগীতা চুক্তির মাধ্যম মৃত ইতালী প্রবাসীর প্রাপ্য সুবিধা ও তার পরিবারের প্রাপ্য অধিকার সুমুহ প্রাপ্তি নিশ্চত করা সম্ভব।

প্রবাসীদের সন্তানরা বাংলা শিক্ষা অধিকার হতে বঞ্চিত :

২০১৪ সালের ইতালী সরকারের পরিসংখ্যান মোতাবেক ২৯.৩৩৮ জন অপ্রাপ্ত বয়সের বাংলাদেশী ছেলে-মেয়ে ইতালীতে বসবাস করছে।

- ছেলে-মেয়েদের বাংলা ভাষা শিক্ষা ও কৃস্টি কালচার **জানার ও শেখার অধিকার আছে** কিন্ত শিক্ষা প্রদানের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নাই। ইতালীতে স্কুলে বাংলা ভাষা কৃস্টি ও সংস্কৃতি শেখানোর জন্য বাংলাদেশ সরকারে প্রয়োজনী উদ্দ্যেগ গ্রহন করা প্রয়োজন।
- একই ভাবে ইতালীতে ২ লাখ অভিবাসীদের পরিবারের সদস্য বাংলাদেশে আছে। যারা ভবিষ্যতে ইতালীতে অভিবাসন করবে তাদের জন্য **বাংলাদেশের স্কুলে ইতালীয়ান ভাষা শিক্ষা কার্জক্রম** চালু করা যেতে পারে। যার প্রেক্ষিতে ঐ সকল ছেলে-মেয়ে আগামীতে যার ইতালীতে তাদের অভিভাবকের কাছে যাবে তারা দেশে বসেই ইতালীয়ান ভাষা শিখে যেতে পারবে এবং তাদের জীবন ও লেখপড়ার ক্ষেত্রে অনেক উপকার ও সময় বাচবে।

দুই দেশের সরকারের দ্বিপাক্ষিক শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক সহযোগীতা চুক্তির আওতায় **ইতালীতে স্কুলে বাংলা ভাষা শিক্ষা ও বাংলাদেশের স্কুলে ইতালীয়ান ভাষা শিক্ষা কার্জক্রম চালু করা যেতে পারে।** এর মাধ্যমে **২১শে ফেব্রুয়ারী - আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসের** মুল্যবোধের আলোকে উভয় দেশের ভাষার প্রতি সম্মান প্রদর্শন স্বরুপ দ্বিপক্ষিক

সাংস্কৃতিক বন্ধন আরো সুদৃঢ় হবে। **ইতালী সরকারের সাথে বাংলাদেশ সরকারের দ্বিপাক্ষিক সহযোগীতা চুক্তির মাধ্যম বাংলা শিক্ষার ও সাংস্কৃতিক প্রসার ও শিক্ষার অধিকার নিশ্চিত করা সম্ভব।**

ঢাকায় ইতালীয়ান দূতাবাসের অনিয়ম ও হয়রানীঃ

ঢাকায় ইতালীয় দূতাবাস বাংলাদেশী অভিবাসী ও তাদের পরিবারের সদস্য ভিসা ও কনসোলার সেবা প্রদানের ক্ষেত্রে বিভিন্ন প্রতিবন্ধকতা সৃস্টি করে ভিসা প্রক্রিয়া ধীর গতিরোধ, সময় ক্ষেপন, অস্বচ্ছ ও হয়রানী মুলক পরিবেশ সৃস্টি করছে। ইতালীয়ান দূতাবাসের অনিয়ম গুলি যেমন :

- ভিসা ও কনসুলার সেবা প্রত্যাসিদের উপযুক্ত তথ্য সরবরাহ না করা।
- উপযুক্ত স্পনসর বা ভিসার কাগজ থাকার পরেও ভিসা আবেদন জমা না নেয়া, সময় ক্ষেপন করে হয়রানী করা।
- উপযুক্ত স্পনসর বা ভিসার কাগজ থাকার পরেও মাসের পর মাস আবেদনকারীদের এপয়েন্টমেন্ট না দিয়ে হয়রানী করা।
- ইতালীতে রেসিডেন্স পারমিট আছে তাদের ও তাদের পরিবারের সাথে ভিসা প্রদানে হয়রানী করা।
- বাংলাদেশে এসে দুর্ঘটনা কবলিত হয়ে অথবা কোন কারনে ভিসার বা রেডিডেন্স পারমিট এর কাগজ চুরি ও হারিয়ে গেলে তাদের **সহায়তা না করা** ও তাদের সাথে অসদাচরন করা এবং রি-এনিট্র ভিসা প্রদানে রিফিউজ করে হয়রানী করা।
- আবেদনকারীদের এপয়েন্টমেন্ট প্রাপ্তির ক্ষেত্রে হয়রানী করা ও পরিকল্পিত সংঘবদ্ধ দালাল চক্রের মাধ্যমে অস্বচ্ছ প্রক্রিয়ায় বিশাল অঙ্কের টাকার বিনিময়ে ভিসার আবেদন জমা করা।
- ইতালীয়র আইনের সুনির্দিস্ট ভাবে ভিসা আবেদন জমার ৯০ দিনের মধ্যে উত্তর দেবার বিধান থাকলেও তা অমান্য করে মাসের পর মাস এমন কি ১/২ বছর ফাইল আটকে রাখা ও ভিসা প্রত্যাসিদের মানসিক ভাবে হয়রানী ও ক্ষতিগ্রস্থ করা।
- ভিসা আবেদন প্রত্যাক্ষান করা হলে আবেদনকারীকে রিভিও করার সুযোগ না দেয়া ও আইনে বিধানে আপিল করা সুযোগ না দেয়া।
- ভিসা ও কনসোলার অফিস কর্তৃক আবেদনকারীর সলিসিটিং নোটিশের কোন জবাব না দেয়া।
- বাংলাদেশী ও বাংলাদেশী-ইতালীয়ান নাগরিকদের সাথে ইতালীন দূতাবাসের কনসোলার ও ভিসা অফিস বৈসম্য মুলক (Discrimination) আচরন করে।

ডিপ্লোমেটি ইমুনিটি দিয়ে বাংলাদেশের নাগরিকদের সাথে দুর্ব্যবহার ও আর্থিক প্রতারনা:

ঢাকায় ইতালীয় দূতাবাসের অস্বাভাবিক আচরনে সুযোগ ইতালী অভিবাসন প্রত্যাসীদের পুজি করে ঢাকা গড়ে উঠেছে বিশাল মধ্যসত্বভোগী দালাল সিন্ডিকেট। ঢাকায় ইতালী দূতাবাস একটি এজেন্সির মাধ্যমে ভিসার প্রসেসিং ও লিগালাইজেশন সার্ভিস প্রদান করে থাকে। ২০০৮ সাল হতে VFS GLOBAL নামে এই এজেন্সিটি ইতালী দূতবাসের ছত্রছায়া ইতালী ভিসা আবেদন গ্রহন ও কনসোলার সেবা প্রদানের কাজে নিয়োজিত আছে। বাংলাদেশে ইতালী দূতাবাসে ভিসা ও কনসোলার সেবা পেতে VFS GLOBAL নামে এই এজেন্সিটির মাধ্যমে বাধ্যতামুলক অনলাইনে এপয়েন্টমেন্ট নিয়ে ভিসার আবেদন জমার করতে হয় কিন্তু

- অনলাইনে এপয়েন্টয়েন্টমেন্ট সিসটেম বন্ধ থাকে ও ৬মাস / ১২ মসি পরেও তারিখ পাওয়া যায় না।
- VFS GLOBAL অফিসে সাধারন ভিসা প্রত্যাসীদের সাথে অসদাচরন ও হয়রানী করা হয়।

- তথ্য বিভ্রান্তির মাধ্যম প্রতিটি ভিসা প্রত্যাসী ও কনসোলার সেবা প্রত্যাসীকে হয়রানী করিয়ে দালাদের কাছে পাঠনো হয়।
- **দালালদের দ্বারা এপয়েন্টয়েন্টমেন্ট পেতে কাজের মাত্রা অনুসারে ২০ হাজার হতে ১৫০ হাজার টাকা দিতে হয়।**
- গত ২০০৮ সাল হতে ২০১৫ এই ৭ বছরে VFS GLOBAL এর ইতালীয়ান ভিসা প্রসেসিং ও লিগালাইজেশন এপ্লিকেশন সেন্টার দ্বারা অন্তত ২০.০০০ বাংলাদেশী যারা ইতিমধ্যে ভিসা নিয়ে ইতালী অভিবাসন করেছে তাদের কাছ থেকে শুধু **এপয়েন্টমেন্টর জন্য মাথাপিছু ৫০ হাজার থেকে এক লাখ টাকা** হাতিয়ে নিয়েছে।

৭ বছরে অন্তত ১০০ কোটি টাকার দুর্নিতী :

ভিকটিমদের অভিযোগ ও তথ্য প্রমানের ভিত্তিতে অনুমান করা যায় VFS GLOBAL এর ইতালীয়ান ভিসা প্রসেসিং ও লিগালাইজেশন এপ্লিকেশন সেন্টারের ঢাকাস্থ অফিসের **মাঠ পর্যায়ের দালালদের দ্বারা প্রতারনার মাধ্যম ইতালী প্রবাসী ও তাদের পরিবারের ক্ষতির পরিমান অন্তত ১০০ কোট টাকা।** সাধারন মানুষের সাথে নির্বিগ্নে ইতালীয়ান দূতাবাসের ছত্রছায়ায় ও বাংলাদেশের সরকারের ও প্রশাসনের চোখের সামনে VFS GLOBAL ও তাদের স্থানীয় দোসরা নির্বিগ্নে এই প্রতারনা ও লুটপাট করে চলেছে।

ইতালী দূতাবাস অভিযোগ আমলে নেয় না :

উল্ল্যেখ্য যে, ২০০৮ সাল হতে VFS GLOBAL এর ইতালীয়ান ভিসা প্রসেসিং ও লিগালাইজেশন এপ্লিকেশন সেন্টার এই দুর্নিতির সাথে জড়িত। **ইতাল বাংলা সমিতি ও বাংলাদেশ প্রবাসী উন্নয়ন সমিতি ২০০৯** সালে ইতালী দূতাবাসে ও বাংলাদেশ সরকারের কাছে অভিযোগ জানিয়ে সংবাদ সম্মেলন করেছে কিন্তু প্রতারনা ও দুর্নীতি বন্ধ হয় নাই। ২০০৩-২০০৪-২০০৫ তিন বছর আমরা প্রতিনিয়ত দূতবাসে ও ইতালীর পররাস্ট্র মন্ত্রনালয়ের সংস্লিস্ট বিভাগের কাছে অভিযোগ জানিয়ে কোন লাভ হয় নাই বরং রাস্ট্রদূত দূতাবাসের কর্মকর্তারা VFS GLOBAL এর বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ আমলে নেয় না।

ইতালীর দূতবাসের আইনের লঙ্ঘন :

ইতালীতে সকল সরকারী অফিস সমুহ ১৯৯০ সালের ইতালীর Administrative Procedure law 241 ও পরবর্তিতে সংযোজিত ও পরিবর্তত প্রদত্ত নির্ধারিত নীতিমালার অধিনে পরিচালিত নিয়ন্ত্রিত ও হয়। এছাড়াও এবং ২০১৩ সালের Administrative transparency law no. 33 সরকারী অফিসের সকল কার্জক্রমের তথ্য প্রদান ও সচ্ছতা প্রনয়নে বাধ্যবাধকতা রয়েছে। যা ঢাকাস্থ ইতালীয়ান দূতাবাস অমান্য করে চলেছে। এই ধরনের আচরন ইউরোপীয় ইউনিয়নের সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের অধিকার ও বর্নবৈসম্য বিরোধী Anti Discrimination Direttive 2000/43/CE নীতির লজ্ঘন এবং OIM এর সেফ মাইগ্রেশন ও UN কনভেনশন মানবাধিকার আইনের লজ্ঘন।

বাংলাদেশে ইতালীয়ান দূতাবাসের হয়রানী ও আমাদের কর্মকান্ড :

একটি রাস্ট্রের দূতবাসের বিরুদ্ধে অভিযোগ উৎস্থাপন করা সহজ সাধ্য বিষয় নয়। অভিযোগ তোলার চেয়ে প্রমান করাটাই অত্যান্ত কঠিন। কারন ভিসা পাবার আগে যে হয়রানী হয় ভিকটিমরা ভিসা পাবার পরে তা ভুলে যায়। কেহ আইনের সামনে আসতে চায় না ভুগান্তি আরো বাড়ার সম্ভাবনা থাকার কারনে। আমাদের কাছে সংরক্ষিত তথ্য প্রমানে দেখা যায় বাংলাদেশের সরকারী ও আইন প্রয়োগকারী সংস্থার বড়বড় কর্মকর্তার পরিবারের সদস্যরাও ইতালীয়ান দূতাবাসের অনেতিক কর্মকান্ডের ভিকটিম। কিন্তু তারা আইনে সহায়তা নেবার চেয়ে দালালদের টাকা দিয়ে

সমাধানের পথ বেছে নেন। গত ৭ বছরে আমার প্রতিনিয়ত এই সমস্যগুলিকে সামনা করেছি এবং সমাধানের জন্য কাজ করেছি। আমরা ইতালী প্রবাসীদের হয়রানী লাঘব করার জন্য যে সকল কর্মকান্ড করেছি তা হল :

- ২০০৯ সালে ইতালীর দূতাবাসকে অবহিত করেছি ।
- মাননীয় প্রধানমন্ত্রী, প্রবাসী কল্যানমন্ত্রী, পররাস্ট্রমন্ত্রী ও স্বরাস্ট্রমন্ত্রীর কাছে অভিযোগ করেছি
- প্রেস কনফারেন্স করেছি।
- ২০১৩-১৫ কয়েক বছর যাবৎ আমরা ইতালীতে ও বাংলাদেশে অভিবাসী ভিকটিমদের তথ্য সংগ্রহ অভিযোগের সংগ্রহ করেছি।
- আমরা ২০১৩-১৫ এই ৪ বছর আমরা প্রতিনিয়ত দূতবাসে ও ইতালীর পররাস্ট্র মন্ত্রনালয়ের সংস্লিস্ট বিভাগের কাছে ইমেইলে অভিযোগ তুলে ধরে সমাধানের জন্য আবেদন জানিয়েছি ।
- ২০১৩ - ২০১৫ সালে ইতালী ও বাংলাদেশের সংবাদ মাধ্যমে ও ঠিভি চ্যানেলে এ সংক্রান্ত তদন্ত মুলক ভিডিও ডকুমেন্টারী প্রচারিত হয়েছে।
- বাংলাদেশে ইতালী দূতবাস ও VFS GLOBAL এর ইতালীয়ান ভিসা প্রসেসিং ও লিগালাইজেশন এপ্লিকেশন সেন্টার ও তাদের দোসরদের কর্তৃক বাংলাদেশী নাগরিকদের হয়রানী ও প্রতারনার বিষয়টি বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী, প্রবাসী কল্যান মন্ত্রনালয়, পররাস্ট্র মন্ত্রনালয়, স্বরাস্ট্র মন্ত্রনালয়, আইজপি পুলিশ, এসবি, সিআইডি কাছে লিখিত অভিযোগ জানানো হয়েছে ।
- বাংলাদেশে ইতালী দূতবাস ও VFS GLOBAL এর ইতালীয়ান ভিসা প্রসেসিং ও লিগালাইজেশন এপ্লিকেশন সেন্টার ও তাদের দোসরদের কর্তৃক বাংলাদেশী নাগরিকদের হয়রানী ও প্রতারনার বিষয়টি ইতালীর রাস্ট্রদূত, পররাস্ট্রমন্ত্রী, স্বরাস্ট্র মন্ত্রী, দুর্নিতি দমন বিভাগ ও বর্নবৈসম্য বিরোধী সংস্থাসহ সর্বচ্চো নীতিনির্ধারক মহলের কাছে লিখিত অভিযোগ জানানো হয়েছে।
- বাংলাদেশ, ইতালী ও ইউরোপীয় পার্লামেন্টর সংসদীয় কমিটির সদস্যদের কাছে লিখিত অভিযোগ জানানো হয়েছে।
- ২০১৫ সালে জুলাই মাসে ইতালীর রোমের আদালতে একটি অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে।

এবিষয়ে বিস্তারিত তথ্য সংযুক্ত ২ ফাইল দেখুন।

উল্লেখিত বিষয়সমূহের আলোকে যা প্রতিয়মান হয় যে,

- বিগত ২০০১-২০০৩ সাল সরকারের কুটনৈতিক উদ্দ্যেগের ভিত্তিতে ২০০৩ সাল হতে ইতালীতে বাংলাদেশী কর্মীদের জন্য জব স্পনসর – সিজনাল – সেল্ফ এমপ্লমেন্ট সহ বিভিন্ন কাজের ভিসার আওতায় কোটা প্রদান শুরু হয়ে যা ২০১২ সাল পর্যন্ত অব্যহত ছিল।
- বিগত ২০০৩-২০১২ এই ৯ বছরে বাংলাদেশ হতে ইতালীতে **প্রায় ১ লাখ বাংলাদেশী কর্মী** স্পন্সর ভিসা, সাধারন কাজের ভিসা, সিজনাল কাজের ভিসা ও আত্মনির্ভরশীল কাজের ভিসার মাধ্যমে কাজের মাধ্যমে ইতালীতে অভিবাসন করতে সক্ষম হয়েছে।
- ইতালীর **জন সংখ্যা ৫৫.৮১ মিলিয়ন** এবং তাদের ২০১৩ সালে জিডিপি **২১৪৯ ট্রিলিয়ন ডলার** এবং **মাথাপিছু আয় ৩৫,৯২৫ ডলার**। **এমন ধনী ও সমৃদ্ধ ইউরোপীয় একটি দেশে বাংলাদেশী নাগরিকদের অভিবাসন হবার অপার সম্ভাবনাময় এই যে সুযোগটি সাময়িক উদ্দ্যেগের অভাবে বন্ধ হয়ে আছে যা অত্যান্ত দুর্ভাগ্যজনক।**

- দুইটি রাস্ট্রের নাগরিকদের অধিকারের সম্পর্ক মুলত "Reciprocity" সমঝোতার ভিত্তিতে নির্ধারিত ও পরিচালিত হয় যা বিভিন্ন রাজনৈতিক-সামাজিক-অর্থনৈতিক-সাস্কৃতিক সহযোগীতার চুক্তি দ্বারা ন্ধিারিত ও পরিচালিত হয়ে।
- ইতালীয় ইমিগ্রেশন সংক্রান্ত ১৯৯৮ সালের **আইন নং ২৮৬ এর ১,২,৩** নং ধারায় সন্নিবিশিত নীতিমালার আলোকে ইতালী সরকার বিভিন্ন দেশে হতে আগত অবৈধ মাইগ্রেমন প্রতিরোধের লক্ষ্যে যে সকল দেশ হতে ইতালী অভিমুখে অবৈধ ইমিগ্রেশন হয়ে আসছিল সেই সকল দেশের সাথে ইমিগ্রেশন সংক্রান্ত সহযোগীতামুলক সম্পর্ক তৈরীর লক্ষ্যে উভয় দেশের নাগরিক অধিকার ভোগ ও প্রয়োগের ক্ষেত্রে **"Reciprocity"** নির্ধারন ও সেই অনুসারে প্রয়োজনে দ্বিপাক্ষিক সহযোগীতা চুক্তি **(Bilaterale cooperation agreement)** করার জন্য নির্দেশনা দেয়া আছে।
- ২০০৩ সালে বাংলাদেশের শ্রমিকদের সরকারী প্রক্রিয়ায় ইতালীতে প্রেরনের লক্ষ্যে দুই দেশের মধ্যে দ্বিপাক্ষিক চুক্তি সম্পাদনের লক্ষ্যে উভয় দেশের মধ্যে কুটনৈতিক ভাবে অনেক বৈঠক ও লেখালেখি হলেও মুলত **আজ অবধি ইতালী ও বাংলাদেশের মধ্যে দ্বিপাক্ষিক ইমিগ্রেশন সহযোগীতা চুক্তিটি স্বাক্ষরিত হয় নাই। এই চুক্তি বাস্তবায়নের মাধ্যমে ইতালীতে অবস্থানরত দুই লাখ প্রবাসীর অধিকার ও সকল স্বার্থ নিশ্চত করা সম্ভব এবং একই সাথে বাংলাদেশী নাগরিক ইতালীতে অভিবাসনের রাস্তা উন্মুক্ত করা সম্ভব।**
- **ইতালীর সাথে বাংলাদেশ সরকারের সহযোগীতা চুক্তি না থাকায় ও সংস্লিস্ট মন্ত্রনালয়ের বিদেশী দূতাবাসের ভিসা কার্জক্রমের সাথে জড়িত এজেন্টদের কার্জক্রম মনিটরিং ব্যবস্থা না থাকার কারনে VFS GLOBAL নামে এই বিদেশী প্রতিষ্ঠানটি বাংলাদেশে ইতালী দূতবাসের ছত্রছায়া বাংলাদেশের নাগরিকদের সাথে অবৈধ অন্যায় ভাবে জনগনের সাথে প্রতারনা ও লুটপাট চালিয়ে পার পেয়ে যাচ্ছে। যা সরকারের ব্যবস্থা গ্রহন করা অত্যান্ত জরুরী।**

এ ইতালীর সাথে বিভিন্ন দেশের সাথে যেমন ইন্ডিয়া, পাকিস্তান, শ্রীলংকা, ফিলিপাইন, মরোক্কো, তিউনিশিয়া, ইজিপ্ট, নাইজেরিয়া সহ প্রায় ২০টি দেশের সাথে দ্বিপাক্ষিক শ্রমিক মাইগ্রেশন চুক্তি সম্পাদিত হয়েছে। নীচে ইন্টারনেট হতে সংগৃহীত কিছু চুক্তির তথ্য লিঙ্ক প্রদান করা হল।

Italy and Sri Lanka sign bilateral Agreement on Labour Migration
http://www.srilankaembassyrome.org/press-releases/462--italy-and-sri-lanka-sign-bilateral-agreement-on-labour-migration-.html

1998 - Agreement between the Italian Republic and the Kingdom of Morocco regarding the escort of citizens to the border and transit when subject to a deposition order (signed)
http://www.perfar.eu/policies/agreement-between-italian-republic-and-kingdom-morocco-regarding-escort-citizens-border-and

Facilitating Migration between India and the EU: A Policy Perspective
http://www.india-eu-migration.eu/media/CARIM-India-2013-06.pdf

Migration Agreements between Italy and North Africa: Domestic Imperatives versus International Norms
http://www.mei.edu/content/migration-agreements-between-italy-and-north-africa-domestic-imperatives-versus

পরিশেষে ইতালী প্রবাসীদের কল্যানে ও ইতালীতে আরো কর্মসংস্থানের লক্ষ্যে আমাদের বিনীত আবেদন এই যে,

ক) অনতি বিলেম্বে ইতালীর কাজের ইমিগ্রেশন, সামাজিক অধিকার, সাংস্কৃতিক অধিকার, শিক্ষা অধিকার, স্বাস্থ্য সেবা অধিকার সংক্রান্ত একটি দ্বিপাক্ষিক চুক্তি বাস্তবায়নের লক্ষ্যে প্রবাসী কল্যান ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রনালয়, পররাস্ট্র মন্ত্রনালয়, স্বারস্ট্র মন্ত্রনালয়, আইন মন্ত্রনালয়ের ও আমাদের প্রতিনীধির সমন্বয়ে একটি স্টাডি ও টাস্ক সেল গঠন করা হউক।

খ) ইতালী ও বাংলাদেশে নাগরিকদের বিদ্যমান সকল বৈসম্য দুরিকরন ও উভয় দেশের সকল নাগরিকদের সামাজিক ও রাজনৈতিক অধিকার, উভয় দেশে নাগরিকদের আসা যাওয়া, শিক্ষা, সংস্কৃতি, বাসস্থান, কাজ, পেনশন, ব্যবসা বানিজ্য, ভ্রমন, স্বাস্থ্য সেবা, চিকিৎসা, সহ সর্ব ক্ষেত্রে সর্বচ্চো সমঅধিকার অর্জনের লক্ষ্যে একটি চুক্তি বাস্তবায়ন করা হউক।

গ) বাংলাদেশে ইতালী রাস্ট্রদূত ও ইতালীতে বাংলাদেশের রাস্ট্রদুতকে রাস্ট্রিয় পর্যায়ে সহযোগীতা চুক্তি বাস্তবায়নের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় উদ্দ্যেগ গ্রহনের নির্দেশনা প্রদান করা হইক।

ঘ) বাংলাদেশে ইতালীয়ান দূতাবাসের ও তার ভিসা এজেন্সির অবৈধ ও হয়রানী মুলক কর্মকান্ড বন্ধ করার জন্য প্রযোজনীয় উভয় দেশে আইনী ব্যবস্থা গ্রহন করা হইক।

আমরা বিশ্বাস করি সরকার উপযুক্ত পদক্ষেপ গ্রহন করলে বছরে ২০-৩০ হাজার বাংলাদেশী নাগরিক কাজের মাধ্যমে ইতালী অভিবাসন করতে সক্ষম হবে পাশাপাশি দুই লাখ প্রবাসী বাংলাদেশী জীবনের মান উন্নয়নের মাধ্যমে দেশের অর্তনৈতিক মুক্তিতে ইতালী প্রবাসীর রেমিটেন্স প্রবাহ বৃদ্ধিতে সহায় হবে।

আপনার সদয় অবগতির জন্য আরো জানাচ্ছি যে, আমরা ইতালী প্রবাসী হিসাবে ইতালী ও বাংলাদেশের দ্বিপাক্ষিক চুক্তি করার বিষয়ে বাংলাদেশ সরকারের প্রবাসী কল্যান ও বৈদেশিক কর্ম সংস্থান মন্ত্রনালয়, পররাস্ট্রমন্ত্রনালয়, স্বরাস্ট্র মন্ত্রনালয়, আইন মন্ত্রনালয়সহ যে কোন মন্ত্রনালয়ের **প্রয়োজনীয় আইনী তথ্য, উপাত্ত, এনালাইসিস, পরামর্শ ও যে কোন প্রয়োজনীয় সহযোগীতা করার মত আইনী ও কারিগরী সক্ষমতা** আমরা সংরক্ষন করি। বাংলাদেশের জনগনের কল্যানে যে কোন বিষয়ে সহযোগীতা করার সুযোগ পেলে আমরা নিজেদের ধন্য মনে করব।

বিনীত নিবেদনে।

শাহ মোহাম্মদ তাইফুর রহমান
নির্বাহী পরিচালক